Phone –(202) 244-0183
Fax : (202) 244-2771/7830
E-mail :bdootwash@bdembassyusa.org
Website : www.bdembassyusa.org

بسم الله الرحمن الرحيم

EMBASSY OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
3510 International Drive, NW
Washington, D.C 20008

PRESS RELEASE

30 June, 2010

Bangladesh Foreign Policy is for inclusiveness and representativeness of the people: Foreign Secretary Mohamed Mijarul Quayes tells Heritage Foundation.

Bangladesh foreign policy today strives for promotion of democracy, inclusiveness and human rights. Bangladesh Foreign Secretary Mijarul Quayes stated this when he was hosted by Washington DC's reputed think tank the Heritage Foundation to speak on "Bangladesh Foreign Policy: Challenges and Opportunities". The discussion, over lunch, drew a good number of State Department Officials, Capitol Hill staff, Members of Think Tank, Academia, Press, Trade and Investment Executives etc.

Ambassador Queyes stated that while Bangladesh pursues a foreign policy that ascribes equal space for bilateral as well as multilateral diplomacy, Bangladesh's natural niche has been on the multilateral front. Bangladesh has, over the years, evolved not only as a responsible member in the comity of nations, it has earned her place as a "contributing" country- the Foreign Secretary informed the audience. Referring Bangladesh as the largest troop contributing country in the United Nations peacekeeping missions, the Foreign Secretary expressed hope for a "peace building" role of Bangladesh in near future from present "peacekeeping" role. Bangladesh Foreign Secretary also touched on the developments in the South Asia region including the Hon'ble Prime Minister's visit to India. Referring to the conflicts in South Asia region, he emphasized on the need for action to stem the spread of extremist tendencies. The Foreign Secretary also narrated on the elements of paradigm shift in Bangladesh-India relations for the common good of the peoples of both the countries.

Elaborating Bangladesh's renewed effort for a regional connectivity, Foreign Secretary expressed his satisfaction at the support Bangladesh is receiving regionally as well as globally. Referring to Bangladesh's impressive win in the CEDAW election with highest number of vote in the history of CEDAW, Foreign Secretary concluded that Bangladesh's good works both at bilateral as well as multilateral level, are not going unnoticed. Ambassador Queyes assured the audience that Bangladesh shall continue her effort for a peaceful world through active processes and dialogue with the actors at the regional and global level.

Ambassador Quayes described the existing relations between Bangladesh and the US as “excellent” and commented that there is scope for further cooperation in a host of areas. He drew attention to the high US tariff on the ready made garment exports to the US market and underscored the need for urgent action to remove such impediments to RMG export which has been contributing to socio-economic development of Bangladesh particularly in the area of women empowerment. Ambassador Quayes elaborated on how 16-32% tariff penalty squeeze the space for manufactures for value addition through better wages and incentives. He argued that any tariff relief will eventually help improving wage structure of the workers in Bangladesh.

Mr. Walter Lohman, Director for Heritage’s Asia Program introduced the Bangladesh Foreign Secretary and a moderated the event. Bangladesh Ambassador to USA and State Minister Akramul Qader and other Embassy officials were also present in the event.

Earlier in the day, Bangladesh Foreign Secretary was interviewed by Voice of America(VOA) in their studio in Washington, DC.

Contact: Muhammad Nazmul Hoque, First Secretary & Head of Chancery, Phone: 202-244-3830, Fax : 202-244-2771, e-mail : muhanazm@yahoo.com

Phone –(202) 244-0183
Fax : (202) 244-2771/7830
E-mail :bdootwash@bdembassyusa.org
Website : www.bdembassyusa.org

EMBASSY OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
3510 International Drive, NW
Washington, D.C 20008

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জুন ৩০, ২০১০

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি তার সমগ্র জনগনের আশা আকাঙ্খার প্রতিনিধিত্ব করে ঃ ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি, গণতন্ত্র, অংশগ্রহন এবং মানবাধিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত। আজ ওয়াশিংটনে প্রখ্যাত গবেষণা প্রতিষ্ঠান হেরিটেজ ফাউন্ডেশনে ''বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিঃ চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ'' বিষয়ে বক্তব্যদানকালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব জনাব মিজারুল কায়েস একথা বলেন। যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের কর্মকর্তা, মার্কিন কংগ্রেসের কর্মকর্তাবৃন্দ, গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সদস্য, শিক্ষক, সংবাদপত্র এবং ব্যবসায়ীসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আমন্ত্রিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রদূত কায়েস বলেন যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতিতে দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক কূটনীতির উপর সমানভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকলেও বহুপাক্ষিক কটনাতি কর্মকান্ডে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির একটি স্বাভাবিক ঝোঁক রয়েছে। তিনি বলেন, বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ আন্র্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়িত্বশীল সদস্য হিসেবে শুধু আবির্ভূত হয়নি সেই সাথে সাথে বাংলাদেশ আন্র্জাতিক কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও রাখছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে সবচেয়ে বেশী সৈন্য সরবরাহকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে পররাষ্ট্র সচিব আশা প্রকাশ করেন যে বর্তমান 'শান্তি রক্ষামূলক' ভূমিকা ছাড়াও বাংলাদেশ ভবিষ্যতে 'শান্তি বিনির্মানে' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব ভারতের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সফরসহ দক্ষিণ এশিয়ার অগ্রগতির উপর আলোকপাত করেন। সাধারণ মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে দৃষ্টিভঙ্গীগত পরিবর্তনের বিভিন্ন দিকও তিনি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে বিভিন্ন সংঘাতের কথা উল্লেখ করে তিনি চরমভাবাপন্ন মনোভাব বিস্তার রোধে কার্যক্রম গ্রহনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

আঞ্চলিক যোগাযোগ বিষয়ে বাংলাদেশের জোর প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব এক্ষেত্রে আঞ্চলিক এবং আন্র্জাতিক সহযোগিতার বিষয়ে তার সন্তোষ ব্যক্ত করেন। নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কমিটি বা সিডো-র সাম্প্রতিক নির্বাচনে বাংলাদেশের অসাধারণ বিজয়ের কথা উল্লেখ করে পররাষ্ট্র সচিব বলেন যে দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। জনাব কায়েস বলেন যে একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ আঞ্চলিক এবং আন্র্জাতিক পর্যায়ে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সাথে সক্রিয় অংশগ্রহন এবং আলাপ আলোচনা অব্যাহত রাখবে।

বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে অত্যন্ত চমৎকার হিসেবে আখ্যায়িত করে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব বলেন যে দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতা সম্প্রসারণের আরো সুযোগ রয়েছে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের তৈরী পোশাক রফতানীর উপর উচ্চ শুল্কের কথা উল্লেখ করে তৈরী পোশাক শিল্প রফতানীর পথে প্রতিবন্ধকমূলক শুল্ক প্রত্যাহারের জন্য প্রয়োজনায় জরুরী পদক্ষেপ গ্রহনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তিনি শতকরা ১৬ থেকে ৩২ ভাগ আরোপিত শুল্ক প্রত্যাহার হলে বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের বেতন এবং অন্যান্য সুবিধাদির উপর ইতিবাচক প্রভাব রাখবে বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন যে এ ধরণের শুল্ক রেয়াত বাংলাদেশের শ্রমিকদের বেতন কাঠামো উন্নয়নে সহায়তা করবে।

হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের এশিয়া বিষয়ক কর্মসূচীর পরিচালক জনাব ওয়াল্টার লোমেন স্বাগত বক্তব্য রাখেন। যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এবং প্রতিমন্ত্রী জনাব আকরামুল কাদের এবং বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব ওয়াশিংটন ডিসিতে ভয়েস অব আমেরিকাকে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

যোগাযোগ ঃ মোহাম্মদ নাজমুল হক, প্রথম সচিব এবং হেড অব চ্যান্সারী, ফোন ঃ ২০২-২৪৪-৩৮৩০, ফ্যাক্স ঃ ২০২-২৪৪-২৭৭১/৭৮৩০, ই-মেইল ঃ muhanazm@yahoo.com